দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2-8 JUL 1993 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গন

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রয়েবেল (জন্ম-১৭৮২) একটি বিশেষ দৃষ্টি ভংগিতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কিণ্ডার গার্টেন স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর দৃষ্টিভংগি ছিল, খেলাই শিশুদের ধর্ম, কর্ম ও সাধনা। সুতরাং শিশুদের উপর কোন রকম শাস্তি বা শক্তি প্রয়োগ না করে খেলা ও গল্পের ভিতর দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিলে সেটা তাদের মনোগ্রাহী হবে এবং অনায়াসে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে।

ফ্রয়েবেল সাহেবের চিন্তাধারা অবশ্যাই ভাল ছিল কিন্তু বাংলাদেশে যত্রযত্র কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল খোলার আগে আমরা কি তাঁর ধ্যান- ধারণার কথা স্মরণ রাখি? প্রতিটা অলি-গলির ভেতরে, ব্যাংগের ছাতার মত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, কতুতরের খোপ বানিয়ে, যেভাবে আমরা কিণ্ডার গার্টেন ও স্কুল খোলা শুরু করেছি, তাতে খেলাধূলা তো দূরের কথা, কোন কোন স্কুলে একজনের উপর আরেকজনকে গাদাগাদি করে এমনভাবে বসতে দেওয়া হয় যে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। এহেন পরিবেশে স্কুল চালিয়ে ছাত্রদের টিউশন ফি ধার্য করা হয় ১০০ টাকা থেকে ১৫০— টাকা পর্যন্ত। সেই সংগে স্ব-স্ব স্কুলের মর্জি মাফিক এমন সব বিদেশী বই-পুস্তক পাঠ্য করা হয়, আর তার সংগে এক গাদা খাতা-পত্রের লিস্ট দেওয়া হয় যে, তা খরিদ করে দিতে অভিভাবকগণের প্রাণান্তকর অবস্থায় হয়। এত করেও তারা ক্ষাণ্ত হন না, মাঝে মাঝেই পরীক্ষার নামে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্রের জন্য প্রায় এক মাসের বেতনের সমান টাকা ফি ধার্য করা হয়, যার এক চতুর্থাংশ খরচ হয় না। পর্যাপ্ত সরকারী প্রাইমারী স্কুল না থাকায়, অসহায় অভিভাবকগণ তাঁদের কোমলমতি ছেলে-মেয়েদেরকে এই সব কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে ভর্তি করতে বাধ্য হন এবং কোরবানীর পশুর মত নিরুপায় হয়ে, স্কুলের এই সব গুরু-বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ফ্রয়েবেল সাহেবের আদর্শানুসারে লেখাপড়া কি এসব স্কুলে হচ্ছে?

শুধু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে এই সব স্কুল খোলা হয়। যার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে বেশী বেশী টাকা আদায় করেও অতি স্বল্প বেতনে (৭০০-৮০০ টাকা মাত্র) অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়; যারা নিজেরাই ঐ সব বইয়ের "হাই সাউণ্ডিং ওয়ার্ড" বুঝতে পারে না, তারা আবার ছাত্রদেরকে পড়াবে কি? সুতরাং কোন রকমে সময় কাটিয়ে এক গাদা হোম-টাস্ক দিয়ে, ছেলেদেরকে বিদায় করেন। ফলে একদিকে এতগুলি টাকা স্কুলে বেতন দিতে হয়, অন্যদিকে আবার প্রাইভেট টিউটর রেখে তাদেরকে আলাদা বেতন দিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হয়।

সবচেয়ে জঘন্যতম অধ্যায় হচ্ছে এই সব স্কুলের সিলেবাস নিয়ে। বাংলাদেশের কোন পুস্তকই তাদের পছন্দনীয় নয়। ক্লাশ থ্রী- ফোরের ছেলে মেয়েদের জন্য ইংরেজী বই সিলেক্ট করতে যেয়ে, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস অথবা নিদেন পক্ষে ভারতীয় একখানা বই না হলে, স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড-ই বজায় থাকে না। অথচ এই সব বই এক দিকে যেমন কঠিন, অন্যদিকে তেমনি দামী। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা মানি, কিন্তু তাই বলে থ্রী- ফোরের ছেলে মেয়েদেরকে ইংরেজীর জাহাজ বানিয়ে ছাড়তে হবে, এর কি কোন যুক্তি আছে?

ইদানীং বিভিন্ন মহল থেকে কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলগুলিতে সরকারী অনুমোদন দেওয়ার প্রস্তাব আসছে। এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই, সুতরাং এসব স্কুলের সরকারী অনুমোদন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনুমোদনের আগে, সরকারের প্রদত্ত Specification বা Standard অবশ্যই মানতে হবে। স্কুলগুলি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, মোটামুটি বড় রাস্তার ধারে, উপযুক্ত জায়গাসহ (good accommodation) বানাতে হবে এবং শিক্ষিত, ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, যাদের বেতন কমপক্ষে হাজার টাকার নীচে হবে না, সেই সংগে ছাত্র বেতন ও সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে, যা এক শত টাকার উপরে নয়। সিলেবাসের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে, বাংলাদেশী এক্সপার্ট দ্বারা ভাল ভাল বই লেখাতে হবে এবং প্রতি ক্লাশের জন্য প্রতিটি বিষয়ের উপর ৩টা করে বই লিখতে হবে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে এই তিনটার যে কোন একটা সিলেক্ট করতে বলতে হবে, তার বাইরে নয়। ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তক অবশ্যই থাকতে হবে। এইভাবে পড়াশুনার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দিলে, ছাত্রদের লেখাপড়াও ভাল হবে। সেই সংগে অভিভাকগণও অতিরিক্ত ব্যয় বহনের দায় থেকে মুক্তি পাবেন।

—ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত,
সহ-সভাপতি,
জাতীয় অভিভাবক সমিতি,
৩৩৪/৩, পশ্চিম রামপুরা, উলন রোড, ঢাকা।